[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সেলিম রেজার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা

করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে এইচএসসি পরিক্ষার হলে মোবাইল ব্যাবহার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নকল করার অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে দেেওয়া হয়েছে অব্যাহতি।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার সময় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এ ব্যবস্থা নেন।

জানা যায়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নকলের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল

গ্রাম কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এ সময় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জেমিন আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজ্জাদুল আলম স্বপন বলেন,পরিক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যাবহারের অভিযোগ প্রমানিত হওয়াই এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও দুই শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে চালক নিহত, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনীতে গরুবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে উজ্জ্বল হোসেন (৩৫) নামে এক ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রলিতে থাকা আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (৮ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রাইপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত উজ্জ্বল হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ইসমাইল হোসেন (৪৫), সাবদার আলী (৫০), রফিকুল ইসলাম (৫০); চকশ্যামনগর গ্রামের কবির হোসেন (৫০), ওসমান আলী (৪৮), ইসরাফিল হোসেন (৫০); যাদবপুর গ্রামের নাজমুল হোসেন (৩৫), বামনপাড়া গ্রামের রাজা হোসেন (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং রাধাকান্তপুর গ্রামের লিটন আহমেদ (৩৫)।

আহত শহিদুল ইসলাম জানান, তারা মেহেরপুর থেকে গরুবোঝাই ট্রলি নিয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পশুর হাটে যাচ্ছিলেন। পথে রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক উজ্জ্বল হোসেন নিহত হন এবং ট্রলিতে থাকা অপর ১০ জন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, “আমরা বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ গরুবোঝাই ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ট্রলির নিচে মানুষ ও গরু চাপা পড়ে। পরে স্থানীয়রা ট্রলিটি সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন এবং দড়ি কেটে গরুগুলোকে বের করেন। আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।”

রাইপুর গ্রামের রানা মিয়া জানান, তিনি একটি সেলুনে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে এসে ট্রলিটি উল্টে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অপর প্রত্যক্ষদর্শী জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, “গাড়িটি আলমডাঙ্গা পশুর হাটের দিকে যাচ্ছিল। রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চালক নিহত হন এবং অন্যরা গুরুতর আহত হন।”

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, উজ্জ্বল হোসেনকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে ২ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ মো. আবুল বাশার ওরফে জাবদুল (৫০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তি মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর বসতিপাড়া এলাকার মৃত উজির আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার গাংনী থানাধীন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই (নিঃ) মো. পলাশ পারভেজ এবং এএসআই মো. বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মাদকবিরোধী অভিযানে অংশ নেয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গীয় ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কনস্টেবল (কং/২৫৫) মো. সালাউদ্দীন ইউসুফ।

পুলিশ জানায়, বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, গাংনী থানার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মো. লিখনের বাড়ির সামনে পাকা সড়কে এক ব্যক্তি মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিকেল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে অভিযুক্তকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ দেখে তিনি পালানোর চেষ্টা করলে এসআই মো. পলাশ পারভেজ ও সঙ্গীয় ফোর্স তাকে আটক করেন।

পরে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে তার শার্টের বাম পকেট থেকে স্বচ্ছ পলিথিনে মোড়ানো ১৬ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইনের ওজন ২ গ্রাম এবং আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮ হাজার টাকা। ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্রে ওজন নিশ্চিত করার পর বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে জব্দ তালিকার মাধ্যমে আলামত জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আবুল বাশার স্বীকার করেন যে, তিনি ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে মাদক সংগ্রহ করে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকসেবীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বিক্রি করে আসছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ৮(ক) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধলা

পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মো. পলাশ পারভেজ জানান, জব্দকৃত আলামতসহ আসামিকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিযানের পর স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মাদকবিরোধী অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তারা ধলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎপরতার প্রশংসাও করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এসআই মো. পলাশ পারভেজ পৃথক অভিযানে আরও দুইজনকে মাদকসহ আটক করেছিলেন।

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ১০ পিস ইয়াবাসহ ঝন্টু কর্মকার
(৪৬) ও হায়দার আলী (৫০) নামে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার ১ নম্বর কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামে হায়দার আলীর বসতবাড়ির উঠান থেকে ১০ পিস ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়।

আটক ঝন্টু কর্মকার হিন্দাভিটাপাড়ার মৃত আব্দুল খালেক কর্মকারের ছেলে এবং হায়দার আলী মাইলমারী চকপাড়ার মৃত আরমান আলীর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে হায়দার আলীর বসতবাড়ির উঠান থেকে ১০ পিস ইয়াবাসহ ঝন্টু কর্মকার ও হায়দার আলীকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে

মামলা দায়ের করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মুন্দা মাঝের গ্রামে প্রায় ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চুরি হওয়া অধিকাংশ স্বর্ণালংকারও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ ৬ জুলাই ২০২৬, পেনাল কোডের ৩৭৯ ধারায় মামলাটি রুজু করা হয়। মামলার বাদী মুন্দা মাঝের গ্রামের বাসিন্দা মোছা. নার্গিস বানু (৪৬)।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রবাসী ছেলে মো. শাহীনের নির্মাণাধীন বাড়িতে টাইলসের কাজ চলছিল। বাড়িতে বাইরের শ্রমিক থাকায় নিজের ও দুই মেয়ের ব্যবহৃত প্রায় ১১ ভরি ১৪ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার, যার আনুমানিক মূল্য ২৯ লাখ ৬ হাজার ২৫০ টাকা, একটি প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে দরজার সিঁড়ির পাশে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখেন তিনি।

গত ৫ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে টাইলস মিস্ত্রিরা চলে যাওয়ার পর মাটি খোঁড়া দেখতে পেয়ে সেখানে রাখা স্বর্ণালংকার আর খুঁজে পাননি। পরে বিষয়টি কুয়েতপ্রবাসী ছেলে শাহীনকে জানালে তিনি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখেন, টাইলসের কাজ করা দুই মিস্ত্রি মাটি খুঁড়ে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সেগুলো নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে যায়।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে স্থানীয়রা অভিযুক্ত দুই মিস্ত্রি মোমিন খান (৩৬), কুমারখালী উপজেলার বানিয়াপাড়া বারাদি গ্রামের বাসিন্দা এবং মো. আলাল (২২), একই এলাকার বাসিন্দাকে শনাক্ত করেন।

পরে গাংনী থানা ও বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ অভিযানে মো. আলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার

কুমারখালী ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার কলেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলাতক আসামি মোমিন খানের শ্বশুরবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ২টি নেকলেস, ৩ জোড়া কানের দুল, ১টি বেসলেট, ৩টি চেইন, ১টি লকেট, ৭টি বালা ও ১টি বেঙ্গল বালা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক অপর আসামিকে গ্রেপ্তার এবং অবশিষ্ট স্বর্ণালংকার উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ ১৪ শিশু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে বিভিন্ন বয়সী অন্তত ১৪ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত পেটব্যথা ও বমি হওয়ায় তাদের মধ্যে ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের দেওয়া চিকিৎসায় তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মধ্যে রয়েছে মোস্তাকিন (১২), কাফি (১২), আমেনা খাতুন (৩), হালিমা (৯), রক্তিমা (১১), রিয়াদ (১১), ফেরদৌস (১০), ফুয়াদ (১২) ও মোস্তাকিম (৯)। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, গত রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে প্রতিদিনের মতো গ্রামের শিশুরা খেলতে বের হয়। একপর্যায়ে সড়কের পাশে থাকা একটি জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল কাঠবাদাম ভেবে কয়েকটি করে খায়। মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় শিশুরা তৃপ্তি করে ফলটি খায়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর একে একে তাদের পেটব্যথা ও বমি শুরু হয়।

বিষয়টি বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। অসুস্থ হয়ে পড়ে

অন্তত ১৪ শিশু। তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অসুস্থ শিশু মোস্তাকিনের মা শাহনাজ পারভীন বলেন, তার ছেলে বাড়ি ফেরার পরই বমি শুরু করে এবং তীব্র পেটব্যথায় ভুগতে থাকে। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হলেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে ভর্তি ফুয়াদ জানায়, খেলার সময় এক বন্ধু ফলটি খেতে ভালো বলে জানালে তারা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে শুরু করে।

পরে অন্য শিশুরাও তাদের দেখাদেখি ফল খায়। খাওয়ার সময় কোনো সমস্যা না হলেও বাড়ি ফেরার পর বমি ও পেটব্যথা শুরু হয়।

অভিভাবকরা জানান, জিয়ালা গাছের ফল সাধারণত কেউ খায় না। বড়রা জানলেও শিশুরা জানত না যে এই ফল খাওয়া ক্ষতিকর। এর আগে গ্রামের কেউ এ ফল খেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

চিকিৎসক জানান, স্থানীয়ভাবে জিয়ালা কচা নামে পরিচিত বার্বাডোজ নাট গাছের ফল ও পাতা খেলে পেটব্যথা, বমি এবং তীব্র ডায়রিয়া হতে পারে। অসুস্থ শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, জিয়ালা গাছ সাধারণত বসতবাড়ি ও ক্ষেতের বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলও এ গাছের পাতা বা ফল খায় না, তাই এটি বেড়া হিসেবে বেশ কার্যকর।

সেই আলম চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন

একই ব্যক্তি একই সাথে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং আবার

একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)!

সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার আইনি নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে এমন নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তিনি তিনটি পদ থেকেই নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনে এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের একটি চিঠির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

তদন্ত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে তার যোগদানের পর থেকেই ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী ও ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী সম্বলিত বিদ্যালয়টিতে প্রশাসনিক স্থবিরতা ও শিক্ষার মান ধসে পড়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায় যে, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। ফলে অন্য শিক্ষকেরাও নিজেদের ইচ্ছামতো চলেন এবং সুন্দর খেলার মাঠ থাকা সত্ত্বেও কোনো খেলাধুলার আয়োজন করা হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একটি পুরো ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। বিদ্যালয়টি বর্তমানে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, ২০২২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া আলম হুসাইন সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, জরুরি কাজের জন্য নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্য চরম হয়রানি ও ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৫

সালে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

সরকারি চাকুরিজীবী আইন ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন পদে কর্মরত থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকা চাকুরির শর্তাবলির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক একজন কাজী সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সবেতনে (মাসিক বেতন বা আর্থিক সুবিধায়) চাকরি করতে পারবেন না।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ মোতাবেক কোনো জনপ্রতিনিধি একই সাথে সরকারের অন্য কোনো লাভজনক পদে বা সবেতন চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকতে বা একাধিক উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না।

সম্প্রতি মাউশি’র জারি করা এক আদেশে বলা হয়েছে, এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর একই সময়ে দুটি লাভজনক পদ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নেই।

ফলে তাঁকে এমপিও বেতন-ভাতা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সম্মানী যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে।